মানবিক কর্মকান্ড বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন;
World Humanitarian Summit
2013 to 2016

WORLD
HUMANITARIAN
SUMMIT

WORLD HUMANITARIAN SUMMIT

প্রেক্ষাপট

WORLD HUMANITARIAN SUMMIT

- ২য় বিশ্ব যুদ্ধ’র পর বিশ্বব্যাপী মানুষের দুর্ভোগ, দুর্দশা আর অসহায়ত্ব বর্তমান সময়ের মতো কখনই হয়নি।
- এমন একটি সময়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন সশস্ত্র সংঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু জনিত নেতিবাচক প্রভাব, স্বাস্থ্য ঝূঁকি ও বৈষম্য জনিত চরম দরিদ্রতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা সব মিলিয়ে সংকট নিপতিত অসহায় মানুষের জন্য মানবিক চাহিদা পুরণকে অসম্ভব করে তুলেছে।
- বর্তমানে প্রায় ১৩০ মিলিয়নের বেশী মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা আর সুরক্ষা চাহিদা রয়েছে; রোহিঙ্গা সমস্যা, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, আফ্রিকান সমস্যা, ইউরোপে রিফিউজিদের ঢল ইত্যাদি।
- এসব অসহায় মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ থেকে ২০১৬ সালে ২৩-২৪ মে তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানবিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত ১ম বিশ্ব সম্মেলন।
- ১৭৩ দেশের প্রায় ৯০০০ অংশগ্রহণকারী এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে ৫৫ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা, ব্যাংক, ব্যবসায়ী ও ব্যাক্তি খাত প্রতিনিধি এবং সিভিল সোসাইটি ও এনজিও’র কয়েক হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়ায় ২৩০০০ লোক বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং মতামত দিয়েছে। যার মধ্যে বাংলাদেশের এনজিও ও জনগণ রয়েছে। কোস্ট মতামত সংগ্রহ ও সুনির্দিষ্ট দাবী নিয়ে এশিয়া ও মূল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে যাতে এনজিওরা সহায়তা করেছে।

WORLD HUMANITARIAN SUMMIT

ফলাফল

- এই সম্মেলনের উদ্দ্যেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বানকি মুন তার “One humanity: shared responsibility” প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কষ্ট এবং দুর্দশা লাঘব করাকে সকলের দায়িত্ব হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
- স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা ২০৩০, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক, জলবায়ু সংক্রান্ত প্যারিস ঘোষণাসহ আর্ন্তজাতিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মানুষের দুর্দশা লাঘোবে মূল পাঁচটি দায়িত্ব পালনে মানবিকতার সনদ বা Agenda for Humanity” এই সম্মেলনের প্রধান ফলাফল হিসাবে জাতিসংঘের ৭১ তম অধিবেশনে গৃহিত হয়েছে। যেখানে রাজনৈতি নেতৃবৃন্ধ প্রধান ভুমিকা পালন করার অঙ্গীকার করেছেন।
- এই সম্মেলনের অন্যতম ওপর ফলাফল হলো সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব প্রদান। এখানে মানবিক কর্মকান্ডে যুক্ত দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস/ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, আন্তরজাতিক এনজিও রা কার্যকর মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্র্যান্ড বার্গেইন, চার্টার ফর চেঞ্জ, প্রিন্সিপ্যাল অফ পার্টনারসিপ এর মতো প্রতিশ্রুতিসমূহ স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং এনসব প্রতিশ্রুতি পালনে পালনে ওয়াদা করেছে।
- এইসকল প্রতিশ্রুতিসমূহের অনেকগুলি তারা পুর্বেই স্বাক্ষর করেছে।

মূল দায়িত্ব ১: যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধ করা এবং থামিয়ে দেওয়া (Prevent and end conflicts)

এখানে রাজনৈতিক সমাধান, ঐক্য এবং স্থায়ীত্বশীল নেতৃত্বে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তরভূক্তিমূলক সমাজ গঠনে বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে চারটি পরিবর্তন এর অঙ্গীকার করা হয়েছে;

১.১ যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধ করতে এবং থামাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সময়মতো সি্ধান্ত নিতে হবে।

১.২ যুদ্ধ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ার পুর্বেই সমস্যা সমাধানে দ্রুত কাজ করতে হবে।

১.৩ শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গঠনে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা বজায় রাখতে হবে।

১.৪ স্থায়ী শান্তি স্থাপনে নারী, পুরুষ, যুবসমাজসহ সকল স্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

মূল দায়িত্ব ২: যুদ্ধ আইন মেনে চলা (Respect Rules of War)

এখানে মূলত সাধারণ জনগনের জান মালের নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ যাতে না হয় যে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যুদ্ধরত অবস্থায় যেসকল আন্তর্জাতিক আইন কানুন রয়েছে সেগুলিকে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।

২.১ যুদ্ধকালীণ অবস্থায় সাধারণ মানুষ জীবন এবং তাদের সহায় সম্পদ রক্ষার করতে হবে।

২.২ যুদ্ধকালীন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষের নিকট চিকিৎসা সহায়তা এবং মানবিক সহয়তা পৌছে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

২.৩ যে কোন পরিস্থিতিতে কোন পক্ষ যুদ্ধ আইন মেনে না চললে তা অনুষ্ঠানিত ভাবে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘসহ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থাকে কথা বলতে হবে।

২.৪ যুদ্ধরত পক্ষসমূহকে মানবাধিকারসহ অন্যান্য আইনকানুন মেনে চলতে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুষ্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২.৫ মনবতা রক্ষার জন্য যেসকল আইন কানুন রয়েছে সেগুলি বজায় রাখতে সুশিল সমাজসহ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে প্রচারনা চালাতে হবে। এবং এর বিরুদ্ধে সকল পক্ষকে একতাবদ্ধ হতে উদ্যোগী করতে হবে।

মূল দায়িত্ব ৩: কাউকে বাদ দেওয়া নয় (Leave No One Behind)

WORLD
HUMANITARIAN
SUMMIT

এখানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০ এ কাউকে বাদ না দেওয়ার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা স্মরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুর্যোগ, সংঘাত, অসহায়ত্ব এবং ঝুঁকিতে নিপতিত জনগণ এবং অন্যান্য কারণে যারা উন্নয়ন এর বাইরে রয়েছে সবার নিকট পৌছানোর কথা বলা হয়েছে।

৩.১ দেশের ভিতর বা আন্তর্জাতিক স্থানচ্যুত বা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, সম্মানের সহিত বেচে থাকা এবং তারা যাতে নিজের পায়ে দাড়াতে পারে সেজন্য যথাযথ সহায়তা করা।

৩.২ স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্ব কমানোর জন্য নিয়মিত আইনগত সুযোগ নিশ্চিত করা।

৩.৩ ২০২৪ সালের মধ্যে রষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে।

৩.৪ নারী এবং মেয়ে শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৫ দুর্যোগ ও সংকটে নিপতিত শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষ এর মাঝে বিদ্যমান শিক্ষা বৈষম্য দুর করতে হবে।

৩.৬ কিশোর কিশোরী ও যুব নারী পুরুষ এর ইতিবাচক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৭ দুর্যোগ ও সংকটকালীণ অবস্থায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘু জানসাধারনের জন্য বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

মূল দায়িত্ব ৪: ত্রাণ সহায়তার সংস্কৃতি থেকে মানুষকে চাহিদা পূরণের সংস্কৃতিতে নিয়ে আসা (Change People’s lives: from delivering aid to ending need)

WORLD
HUMANITARIAN
SUMMIT

চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ঘাটতিসমূহ পুরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে বলা হয়েছে।

৪.১ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে মানবিক কর্মকান্ডের মুল চালিকা শক্তিতে নিয়ে আসা। আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের উচিত স্থানীয় সক্ষমতা ও নেতৃত্বকে গুরুত্ব দেওয়া। তাদের উচিত হবে না স্থানীয় সক্ষমতার বা নেতৃত্বের সমান্তরা এমন কোন কাঠামো বা ব্যবস্থা তৈরি করা যা স্থানীয় সক্ষমতা ও নেতৃত্বকে খাটো করে।

৪.২ দুর্যোগ বা সংঘাতের ঝুঁকিতে আছে এমন দেশগুলিতে সাধারন সময়ে স্থানীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করণে কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪.৩ মানবিক কর্মকান্ড- উন্নয়ন কর্মকান্ড বিভেদ এড়িয়ে সম্মিলিত বা যৌথ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। গতানুগতিক ধারায় কাজ করলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জণ সম্ভব হবে না। দরকার দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মিলিত কাজ। যেখানে টেকসই উন্নয়ন মানুষের যে কোন ধরনের মানবিক ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে।

মূল দায়িত্ব ৫: মানবিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ (Invest in humanity)

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব কমিয়ে আনতে এবং দুর্দশা কাটিয়ে তাদের সক্ষমতা তৈরিতে আমরা সম্মিলিত যে দায়িত্ব নিয়েছি তা পূরণ করতে দরকার রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক বিনিয়োগ।

৫.১ স্থানীয় সক্ষমতায় বিনিয়োগ করতে হবে। কারণ স্থানীয়রাই জানে একটি সমাজের প্রকৃত ঝুঁকি কি এবং তাদের জন্য অগ্রাধিকার কি। দুর্যোগ প্রতিরোধ, সাড়া প্রদান এবং উদ্ধার কাজে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব সরাসরি এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৫.২ ঝুঁকির ধরন বুঝে বিনিয়োগ করতে হবে। আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের উচিত দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিক বিনিয়োগ করা।

৫.৩ দুর্বল বা ভংগুর দশা থেকে স্থায়ী উত্তরণের জন্য বিনিয়োগ করা উচিত। স্থানীয় ও জাতীয় যেসকল প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ সংকুল মানুষের জন্য একান্তভাবে কাজ করে সেকল প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে অবশ্যই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৪ অর্থ বরাদ্ধ হতে হবে নমনিয়, আনুমানিক এবং কয়েক বছরের জন্য।

৫.৫ মানবিক কর্মকান্ডের জন্য অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহের উৎস বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে এই অর্থ-সম্পদ স্বচ্ছতা ও মিতব্যায়িতার সাথে এবং কার্যকরভাবে খরচ করতে হবে।

ধন্যবাদ